আয-যারিয়াত | Adh-Dhariyat | ٱلذَّارِيَات

আয়াতঃ ৫১ : ২৮

আরবি মূল আয়াত:

فَأَوجَسَ مِنهُم خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَف ۚ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

অনুবাদসমূহ:

এতে তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল, ‘ভয় পেয়োনা, তারা তাকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল’। — আল-বায়ান

(যখন তারা খেল না) তখন সে তাদের ব্যাপারে মনে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল- ‘তুমি ভয় পেও না’, অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিল। — তাইসিরুল

এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বললঃ ভীত হয়োনা। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। — মুজিবুর রহমান

And he felt from them apprehension. They said, "Fear not," and gave him good tidings of a learned boy. — Sahih International

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল।(১) তারা বলল, ভীত হবেন না। আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

(১) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। [কুরতুবী]।

তাফসীরে জাকারিয়া

(২৮) তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল।[1] তারা বলল, ‘ভয় পেয়ো না।’[2] অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

[1] ভয় এই কারণে অনুভব করছিলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) ভাবলেন এরা খাবার খাচ্ছেন না, তার অর্থ আগন্তুকরা কোন কল্যাণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এসেছেন।

[2] ইবরাহীম (আঃ) এর মুখমন্ডলে ভয়ের চিহ্ন দেখে ফিরিশতারা এ কথা বললেন।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4703

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন